

মডিউল = 14

1

১

- নবী ও রাসূলগণ মাসূম বা নিষ্পাপ

২

- খতমে নবুওয়াত

নবী ও রাসূলগণ নিষ্পাপ বা ইসমাতুল আম্বিয়া

ইসমাত (العصمة) শব্দটি ‘আসামা’ (عَصَمَ) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। যার অর্থ নিষেধ করা, সংরক্ষণ করা বা হেফাযত করা

ইসলামী পরিভাষায় ‘ইসমাত’ বলতে বুঝানো হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তিকে পাপ বা ভুল-ভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করা। সাধারণত একে অদ্রোহতা, নিষ্কলঙ্কত্ব, পাপাক্ষমতা বা নিষ্পাপত্ব বলা হয়। ইসমাতুল আম্বিয়া অর্থ নবীগণের অদ্রোহতা বা নিষ্পাপত্ব।

এ বিষয়ে ইমাম আযম (রহ.) বলেন: “নবীগণ সকলেই সগীরা গুনাহ, কবীরা গুনাহ, কুফর ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো তাঁদের থেকে সামান্য পদস্থলন ও ভুল ত্রুটি ঘটেছে।”

মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষদের থেকে সংরক্ষণ করবেন। (সূরা মায়িদা: ৬৭ আয়াত)

কুরআন-হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুষ নিষ্পাপ প্রিয় বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বারংবার বলেছেন যে, নবীগণ বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হিদায়াত ও মনোনয়নপ্রাপ্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا.

“তারা নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তারা আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ-নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম।” (সূরা মারইয়াম: ৫৮ আয়াত)

এ অর্থের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায় যে, বিশেষভাবে পবিত্র ও নিষ্কলুষ বাছাই করা ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহ নবুওয়াত প্রদান করেছেন। এছাড়া বারংবার আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন স্থানে নবীগণকে পবিত্র, একনিষ্ঠ, সৎ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۖ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। সূরা নিসা: ৬৯ আয়াত

তিনি আরো বলেন-

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۚ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং ইসরাঈল, ইয়াসা, ইউনূস, লূতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। আর তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এটি আল্লাহর হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজ কর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুয়ত দান করেছি। অতএব, যদি তারা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। তারা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিনঃ আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশমাত্র। সূরা আনআম: ৮৪-৯০ আয়াত

সর্বোপরি আল্লাহ মানবজাতিকে নবী-রাসূলদের ‘ইত্তিবা’ বা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশও প্রমাণ করে যে, তাঁরা ‘নিষ্পাপ’ ছিলেন। কারণ যার থেকে পাপ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে নিঃশর্ত ‘ইত্তিবা’ করার নির্দেশ আল্লাহ দিবেন না। কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস এই যে, নবীগণ সকলেই আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাঁরা সবাই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও নিষ্পাপ ছিলেন। মানবীয় ভুলত্রুটি ছাড়া কোনো পাপে তাঁরা লিপ্ত হননি।

খতমে নবুওয়াত

তাওহীদ ও আখিরাতের পর ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস যে সকল বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি আকিদা হলো আকিদায়ে খতমে নবুওয়াত বা খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে আকিদা। অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাতের পবিত্র ধারা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কেউ তাঁর পরে নবী হবে না, কারো উপর ওহীও অবতীর্ণ হবে না। এমনকি কারো উপর এমন কোন ইলহামও হবে না যা দ্বীনের ব্যাপারে হুজ্জাত (প্রমাণস্বরূপ) হবে। ইসলামের এ আকিদাই ‘খতমে নবুওয়াত’ নামে প্রসিদ্ধ।

হযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানা থেকে এ পর্যন্ত গোটা উম্মত কোন ধরনের ন্যূনতম বিবাদ ও মতানৈক্য ছাড়াই এই আকিদাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মেনে আসছে। কুরআনে কারীমের বহু আয়াত এবং হযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসংখ্য হাদীস এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে। এ ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত।

উলামায়ে উম্মত এ বিষয়ে শক্ত হাতে কলম ধরেছেন এবং রচনা করেছেন বহু কিতাব। হযরত মওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) উর্দু ভাষায় ‘খতমে নবুওয়াত’ নামে একটি প্রামাণ্য কিতাব রচনা করেছেন। তাতে তিনি অসংখ্য আয়াত, হাদীস ও আসারে সাহাবার আলোকে খতমে নবুওয়াতকে প্রমাণ করেছেন। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নিম্নে কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হলো:

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

“মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা ছিলেন না। তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।” (সূরা আহযাবঃ ৪০)

বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর কারক আল্লামা ইমাম ইবন্ কাসীর (রহ.) বলেন, “অত্র আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর (মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) পরে কোন নবী নাই। নবী যখন আসবেন না রাসূল আসার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা, মিসরীয় ছাপা)

নিম্নে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হলো:

১ম: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

“আমার উম্মতের মধ্য থেকে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী আসবে প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমি হলাম শেষ নবী; আমার পরে কোন নবী নেই।” ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী ৮/১৫৬ হাদীস নং ৩৭১০)

২য়: প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

“আমি এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের উদাহরণ হলো, এক লোক একটি ঘর অত্যন্ত সুন্দর করে তৈরি করল। কিন্তু ঘরের এক কোণে একটা ইট ফাঁকা রেখে দিল। লোকজন চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হচ্ছে কিন্তু বলছে, এ ফাঁকা জায়গায় একটা ইট বসালে কতই না সুন্দর হত!” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “আমি হলাম সেই ইট এবং আমি হলাম সর্বশেষ নবী।” (বুখারী, হাদীস নং ৩২৭১ মুসলিম হাদীস নং ৪২৩৯)

৩য়: প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

كَأَنْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ

“বনী ইসরাইলকে পরিচালনা করতেন তাদের নবীগণ। এক নবী মৃত্যুবরণ করলে আরেক নবী তার স্থানে এসে দায়িত্ব পালন করতেন। তবে আমার পরে কোন নবী আসবে না; আসবে খলীফাগণ।” (সহীহ বুখারী)

৪র্থ: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন:

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

“মুসা (আ.)-এর নিকট হারুন (আ.) যেমন, তুমি আমার নিকট ঠিক তেমন। তবে আমার পরে আর কোন নবী নেই।” (বুখারী-৪০৬৪, মুসলিম হাদীস নং ৪৪১৮)

৫ম: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

“আমার পরে কেউ নবী হলে উমার ইবনুল খাত্তাব নবী হতেন।” (সুনান তিরমিযী হাদীস নং-৩৬১৯)

৬ষ্ঠ: আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتَلَ فِتْنَتَانِ، فَيَكُونَنَّ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعَوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ " .

কিয়ামতের সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবী হবে অভিন্ন। আর কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না হবে। এরা সবাই নিজ নিজকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করবে। সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৩৫১

হাদীসসমূহে হযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগমনের পর যারা নবুওয়াতের দাবি করবে তাদের জন্য 'দাজ্জাল' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার শাব্দিক অর্থ হলো, চরম ধোঁকাবাজ। এ শব্দ ব্যবহার করে নবীজী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন যে, আমার পর যারা নবুওয়াতের দাবি করবে তারা স্পষ্ট ভাষায় ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করে কূটকৌশলে কাজ নিবে। মুসলমানের রূপ দিয়ে নবুওয়াতের দাবি করবে এবং এই উদ্দেশ্যে উম্মতের স্বীকৃত আকীদাসমূহে এমনভাবে কাটছাঁট করবে যে বহু লোকই ধোঁকায় পড়ে যাবে।

ইতিহাসের পাতায় তাকালে আমরা দেখতে পাই, যুগে যুগে যারাই নবুওয়াতের দাবিদার হয়েছে তারা নিজেকে মুসলমান রূপে প্রকাশ করে স্বীয় দাবি প্রচারের চেষ্টা করেছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদী এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের দিকনির্দেশনাপ্রাপ্ত হওয়ায় যখনই নবুওয়াতের কোন ভণ্ড দাবিদার আত্মপ্রকাশ করেছে তাকে কাফির সাব্যস্ত করেছে এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিস্কার করেছে।

নব্বী যুগ থেকে যখনই কোন ইসলামী রাষ্ট্রে বা ইসলামী আদালতে এ ধরনের মামলা উপস্থিত হয়েছে তখনই বিচারকগণ তার দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ তলব না করে তার ব্যাপারে কাফির হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন, মুসাইলামা কাযযাব, আসওয়াদ আনাসী, তুলাইহা, সাজাহ, হারেস। সাহাবায়ে কেরাম তাদের কুফরির ফায়সালা দেয়ার পূর্বে কখনো নবুওয়াতের দাবির ব্যাপারে তাদের থেকে কোন প্রকার দলিলও তলব করেননি। যখনই কারো পক্ষ থেকে নবুওয়াতের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে তখনই সর্বসম্মতিক্রমে তাকে কাফির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর কারণ হলো, খতমে নবুওয়াতের আকীদা এতটাই স্পষ্ট ও সর্বজনস্বীকৃত যে, এর খেলাফ যুক্তি-তর্ক সব প্রতারণারই শামিল। এ সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে পূর্বেই অবগত করে গেছেন। যদি এ ধরনের কোন বা সামান্য অবকাশ দেয়া হয় তাহলে তাওহীদ-আখিরাত কোন আকিদাই নিরাপদ থাকবে না।

অতএব কেউ যদি খতমে নবুওয়াতের এই ব্যাখ্যা দেয়া আরম্ভ করে যে, ‘তাশরীঈ’ নবুওয়াত আসবে না তবে ‘গায়রে তাশরীঈ’ নবুওয়াত এখনও আসতে পারে, তো তার একথা এমনই হবে যেমন কেউ এই দাবি করলো যে, তাওহীদের আকিদা অনুযায়ী তো বড় খোদা শুধু এক সত্তাই, কিন্তু ছোট ছোট মা'বুদ অনেক হতে পারে এবং তারা সকলেই উপাসনার উপযুক্ত। (নাউযুবিল্লাহ)

যদি এ ধরনের অপব্যাক্যার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে যে, ইসলামে স্বতন্ত্র কোন আকীদা-বিশ্বাস, কোন চিন্তা-চেতনা, কোন বিধান এবং কোন চারিত্রিক মাপকাঠি নির্ধারিত নেই। বরং এটা এমন একটা পোশাক যা দ্বারা পৃথিবীর নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তিও নিজেকে আবৃত করতে পারে (নাউযুবিল্লাহ)। তাই মুসলিম উম্মাহ কুরআন ও সুন্নাতের মুতাওয়াতের ইরশাদ অনুযায়ী স্বীয় রাষ্ট্রীয় বিধান, আদালতি সিদ্ধান্ত এবং ইজতিমায়ী ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে এই নীতির উপর আমল করে আসছে যে, হযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যে কেউ নবুওয়াতের দাবি করবে, তাকে এবং তার সকল অনুসারীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করা হবে।

সারকথা হলো, ‘খতমে নবুওয়াত’-এর আকীদা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই আকীদায় বিশ্বাসী হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। অস্বীকারকারী কাফির। কেননা নতুন কোন নবী আগমনের যে প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট থাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সেই প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট আর দেখা দেয়নি; দেখা দিবেও না।

পূর্বে এক নবীর পর আরেক নবী আগমনের প্রয়োজন এ কারণেই দেখা দিয়েছে যে, পূর্বের নবী সাময়িক ছিলেন বা বিশেষ কোন ভূখণ্ডের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন বা নবী তার সাহায্যার্থে আল্লাহর কাছে কোন নবী চেয়ে নিয়েছিলেন অথবা পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা বিকৃতি বা পরিবর্তনের শিকার হয়েছিল কিংবা পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা অপূর্ণ ছিল। আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর এ ধরনের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি, দিবেও না। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম আর দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা, আয়াত নং-৩)

পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, যুগে যুগে মুসাইলামা কাযযাব, তুলাইহা, আসওয়াদ আনাসীর মত অনেক ভণ্ড ও মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু সবাইকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিশম্পাতের অধিকারী হয়ে লাঞ্চিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও নিকৃষ্ট অবস্থায় পায়খানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

পরিশেষে, আহবান জানাব, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খতমে নবুওয়াত এবং এই কাদিয়ানী ফিতনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন কোন অপশক্তি ইসলামের সুরম্য অটালিকায় প্রবেশ করে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তথা ঈমান হরণ করতে না পারে। আল্লাহ আমাদেরকে হকের উপর জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত টিকে থাকার তৌফিক দিন।